যায়যায়দিন

তারিখ: 01 SEP 2007
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম ২

২৪ শিক্ষা

এগিয়ে যাচ্ছে কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড : পিছিয়ে পড়ছে ঢাকা

সাথীয়া খান

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় কোনো বোর্ডে পাসের হার কমেছে, কোনো বোর্ডে বেড়েছে। কোনো বোর্ডের শিক্ষার্থীরা জিপিএ-৫ পেয়েছে বেশি আবার কোনো বোর্ডে কম। সামগ্রিক রেজাল্টে এ বছর পাসের হার বেড়েছে, কমেছে শূন্য পাসের কলেজ সংখ্যা। তবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে ঢাকা বোর্ড অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ভালো রেজাল্ট না করার কারণে এ বছর কুমিল্লা ও সিলেট শিক্ষা বোর্ড ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের ৬০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হবে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গত বছর মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডসহ নয়টি বোর্ডে শূন্য পাসের কলেজ সংখ্যা ছিল ৮৬, এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে মাত্র একটি কলেজ ছিল। কিন্তু এ বছর সারা দেশে শূন্য পাসের কলেজ সংখ্যা কমলেও ঢাকায় তা বেড়েছে। তাছাড়া অন্যান্য বোর্ডে পাসের হার বাড়লেও ঢাকায় কমেছে।

এগিয়ে যাচ্ছে কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ডে এ বছর পাসের হার ৬৫.৭৫ শতাংশ আর গত বছর ছিল ৬৩.৭৩ শতাংশ। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা ৪৪৪ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৬-এ। এ শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পাস করেছে। অর্থাৎ শূন্য পাসের রেকর্ড এ বোর্ডের কোনো কলেজেরই নেই। গত বছরও শূন্য পাসের রেকর্ড এ বোর্ডের ছিল না।

গত বছরের মতো এ বছরও সিলেট বোর্ডের কোনো প্রতিষ্ঠানের শূন্য পাসের রেকর্ড নেই। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬৫.৪৫ শতাংশ। এ বছর সিলেট বোর্ডে পাসের হার বেড়ে হয়েছে ৬৫.৯৮ শতাংশ। ২০০৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় বোর্ডের ১৫৪ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেলেও এ বছর পেয়েছে ৩১৪ জন। পাসের হার, জিপিএ-৫ সব দিক থেকে এ দুই বোর্ড এগিয়ে গিয়েছে।

অন্যান্য বোর্ডও পিছিয়ে নেই

এ বছর রাজশাহী বোর্ডে ৬১.৮৯%, বরিশাল বোর্ডে ৫৫.৬৩%, যশোর বোর্ডে ৫৯.৪৮% ও চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬১.৩৬% শিক্ষার্থী পাস করেছে। গত বছর তা ছিল যথাক্রমে ৫৬.৭৬%, ৬১.৫০%, ৫৪.৪০% ও ৬১.৪৫%। তবে চট্টগ্রাম ও বরিশাল ছাড়া অন্যান্য বোর্ডে পাসের হার বাড়লেও এসব বোর্ডে কমেছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা। তবে শূন্য পাসের কলেজ এসব বোর্ডে কমেছে। ২০০৬ সালের হিসাব অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি এমন কলেজের সংখ্যা ছিল রাজশাহী বোর্ডের ২২টি, যশোর বোর্ডের আটটি, চট্টগ্রাম বোর্ডের পাঁচটি ও বরিশাল বোর্ডের তিনটি। আর ২০০৭ সালে সে সংখ্যা কমে রাজশাহীতে আটটি, যশোরে পাঁচটি, চট্টগ্রামে তিনটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

তবে বরিশাল বোর্ডে তা বেড়ে ছয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি ২০০৬ সালে মাদ্রাসা বোর্ডের ৩১টি প্রতিষ্ঠান শূন্য পাসের তালিকায় থাকলেও এ বছর তা এসে দাঁড়িয়েছে ২৩-এ। তবে এ বছর শূন্য পাসের তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এ বছরের তালিকায় কারিগরি বোর্ডের নয়টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

পিছিয়ে পড়ছে ঢাকা বোর্ড

২০০৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৭৪.৭৬% থাকলেও এ বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭০.৭৭%-এ। তবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে এবারো সর্বোচ্চ রয়েছে বোর্ডটি। এ বছর ঢাকা বোর্ডের ৫,২৫৪ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে, গত বছর পেয়েছিল ৪,৮৩৭ জন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেয়ে এগিয়ে থাকা ঢাকা বোর্ডের ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থীও এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। গত বছর এ রকম কলেজের সংখ্যা একটি থাকলেও এ বছরই তা বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এ বছর জিপিএ-৫ এর দিক থেকে শীর্ষে থাকা ১০ কলেজের. কোনো কলেজই শতভাগ পাসের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, ক্রমান্বয়ে শূন্য পাসের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে আসছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০২ সালে শূন্য পাসের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৫৫৩। সে বছর শূন্য পাসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেয়। এমনকি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করে দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ পদক্ষেপের ফলে পরের বছর থেকে শূন্য পাসের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমতে থাকে। ২০০৩ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৯৮-এ। ২০০৪ সালে তা আরো কমে দাঁড়ায় ২৭৮টিতে। ২০০৫ সালে এ ধরনের শূন্য পাসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৩১টি। আর ২০০৬ সালে ৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো পরীক্ষার্থী পাস করেনি। এ বছর তা কমে ৬০-এ এসে দাঁড়িয়েছে।